



উস্তাদ নোমান আলী খান-এর লেকচার অবলম্বনে

বন্ধন

পারিবারিক জীবনে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য



NAK RANGLA

বন্ধন

উস্তাদ নোমান আলী খান



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

পরিবার মানেই কতক হৃদয়ের সামষ্টিক মেলবন্ধন, আত্মিক টানে একত্রে বসবাস। যেখানে আছে জীবনের সহজাত প্রবাহ, আছে স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালোবাসা। আছে উষ্ণ আবেগ, অভিমান এবং যত্ন-আত্তি-পরিচর্যার সম্মিলন। পারিবারিক মানুষের প্রথম পাঠশালা। ইসলামি সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক কাঠামোর এক বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। মজবুত ইসলামি সমাজব্যবস্থা মূলত পারিবারিক ভিত্তির ওপর দণ্ডায়মান। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চলমান বিশ্বায়নের তথাকথিত প্রগতি ও আধুনিকতার প্রভাবে পশ্চিমা দুনিয়ার সাথে মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাপনাতেও আঘাত আসছে। অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামি সমাজের প্রাথমিক এই ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভেঙে টুকরো টুকরো হচ্ছে পরিবার। সাথে ভাঙছে হৃদয়ের বন্ধন! এ এক বিরাত চ্যালেঞ্জ।

উস্তাদ নোমান আলী খান এই চ্যালেঞ্জকে মুসলমানদের সামনে এনেছেন। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের কাছে প্রতিনিয়ত ব্যাপারগুলো খোলাসা করছেন। সমসাময়িক ইস্যু, মুসলিম মানসের সংকট, তরুণ প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ ও সংকটকে অনুপম ভাষায় সহজবোধ্য করে উপস্থাপনায় উস্তাদ নোমান আলী খান অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছেন। সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশের তরুণদের মাঝেও তিনি দারুণ জনপ্রিয়। ইউটিউবে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উস্তাদের অনেক ভিডিও বক্তব্য আছে। বাংলাদেশে একদল তরুণ ওনার ভিডিওগুলোকে বাংলায় ডাবিং করে বাংলাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করে যাচ্ছে। একইসাথে তারা ভিডিও বক্তব্যগুলোকে লেখ্যরূপে পাঠকদের জন্য প্রস্তুত করছে। পারিবারিক জীবনসংক্রান্ত উস্তাদের বিভিন্ন আলোচনার সংকলন ‘বন্ধন’ নামক গ্রন্থ ‘NAK BANGLA’ সিরিজের প্রথম পরিবেশনা।

একজন বক্তার বক্তৃতাকে লিখিতরূপে প্রকাশ করার কাজটা সত্যিই অনেক কঠিন ও চ্যালেঞ্জের। তরুণ অনুবাদক মাসুদ শরীফ ভাই বক্তব্যগুলোর সাহিত্যিক মান নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। বক্তব্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই অনেক অপ্রাসঙ্গিক বিষয় চলে আসে। আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সাথে প্রাসঙ্গিকতা রক্ষার চেষ্টা করেছি। তরুণ আলেম আব্দুল্লাহ আল মাসউদ ভাই বইটির শারঙ্গ সম্পাদনা করে দিয়ে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমি ‘ন্যাক বাংলা টিম’-কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাতে চাই। দিনের পেরেশানি থেকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে তারা দুর্দান্ত কাজ করেছেন। এই বইকে ছাপার অক্ষরে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে অনেকেই পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। প্রত্যাশিত পারিবারিক বন্ধন গড়তে বইটি দারুণ ফলপ্রসূ হবে বলে আমার বিশ্বাস। বারাকাল্লাহ ফিহি।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

আমাদের কথা

পরিবার একটি রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক। পরিবারের ভিত্তি যত দৃঢ় হবে, আমাদের সমাজও তত বেশি শক্তিশালী হবে। কিন্তু এই ভিত্তি দুর্বল হলে গোটা সমাজ পতনের গহবরপানে ছুটতে থাকে। মানুষের সঙ্গে গড়ে উঠা নানান সম্পর্কের মাঝে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে কাছের হলো পারিবারিক বন্ধন। আর এই বন্ধনে আবদ্ধ সকল মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি পরিবারের সদস্য হিসেবে আল-কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহর মধ্য দিয়ে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা ঐকে দিয়েছেন।

ইসলামের আত্মিক শান্তি ও সামাজিক শীতলতা যদি এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই, তবে শুরুতেই ইসলামকে আমাদের পরিবারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে তখনই, যখন প্রত্যেক মুসলিম সন্তান বড়ো হবে ইসলামকে তার হৃদয়ে ধারণ করে। পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে তখনই, যখন পরিবারের সদস্যরা অন্যায় থেকে বিরত থাকবে। বাবা-মা তার সন্তানের হক নষ্ট করবে না, আবার সন্তান তার বাবা-মায়ের প্রতি নীতিপরায়ণ হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দুর্বলতার সুযোগ নেবে না; বরং একজন আরেকজনের ঢালস্বরূপ হবে। কিন্তু বর্তমানে মুসলিম সমাজে ইসলামের দেখিয়ে দেওয়া পথ অনুসরণ তো হচ্ছেই না; বরং কুরআনের আয়াত অপব্যবহার করে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছেন, নিজ কর্তব্য পালন না করে কেবল অধিকারের কথা বলছেন, অভিভাবক সন্তানের ওপর তাদের অন্যায় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন।

মুসলিম পরিবারকে এসব অনাচার থেকে রক্ষা করার তাগিদ থেকেই উস্তাদ নোমান আলী খান পরিবারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে কুরআনের ভিন্ন ভিন্ন আয়াতের আলোকে বিভিন্ন সময়ে কিছু বক্তব্য দিয়েছেন; যার সংকলিত রূপ হচ্ছে এই ‘বন্ধন’ বইটি।

যেকোনো পরিবারের যাত্রা শুরু হয় বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে। এই বন্ধন একটি পবিত্র বন্ধন। যার পরতে পরতে রয়েছে বরকতের ছড়াছড়ি। কিন্তু আমাদের সমাজে এই বরকতময় বন্ধনের শুরুটা হয় নানা রকম বরকতহীন কাজের মধ্য দিয়ে। সুন্নাহ পরিপন্থি নানাবিধ কার্যকলাপ ও রসম-রেওয়াজ পালন করার মাধ্যমে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত বরকতময় এই বিবাহ-বন্ধনে আর বরকত থাকে না। এর পরিণতি হলো সংসার জীবনে নানাবিধ ঝগড়া-কলহ আর অশান্তি। ক্ষেত্র বিশেষে ডিভোর্স, ছাড়াছাড়ি।

উস্তাদ আমাদের সমাজে বর্তমানে বিয়ে নিয়ে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং নবিজির সুন্নাহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

নবিজির উম্মতের কাউকে আমরা ছুড়ে ফেলে রাখি না। সমাজের কোনো অংশকে অচল রেখে গোটা সমাজ এগিয়ে যেতে পারে না। তাই বিয়ের ক্ষেত্রে তিনি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদের যথাযোগ্য সম্মান দিয়েছেন এবং সমাজে তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখা ভ্রান্তির কথা তুলে ধরেছেন।

আবার বিয়ে নিয়ে নারীদের মতামতকে গ্রাহ্য না করা, তাদেরকে কাঁধের বোঝা মনে করার মতো ধারণারগুলোরও অপনোদন করেছেন। তাদেরকে সমাজের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়াটা অন্যায়। বিয়ে একটি পবিত্র বন্ধন, যেখানে আল্লাহর রহমত থাকে। কিন্তু আমাদের নানান ভুলের কারণেই আমরা এই রহমতের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হই। তাই বিয়ের সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সকলকেই জানতে হবে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সহযোগিতায় বিয়ের সম্পর্ক টিকে থাকে। তাই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মাঝে যথেষ্ট স্বচ্ছতা, বিশ্বাস এবং সম্মান থাকা প্রয়োজন। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা স্বামীকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, ঠিক তেমনি স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্যও স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। পারস্পরিক দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা আসে তখনই, যখন আমরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠি অথচ নিজের কর্তব্যের ব্যাপারে বেখবর থাকি। বিয়ের সম্পর্ককে যখন আমরা নিছক ডেটিং-এর মতো ভাবি। আমরা কেবল উপভোগ্য সময়গুলো কামনা করি আর দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে পালানোর বাহানা খুঁজি।

আবার পুরুষ সমাজের অনধিকার চর্চার প্রতিও উস্তাদ ইঙ্গিত করেছেন, যেখানে তারা স্ত্রীর ওপর নিজেদের সিদ্ধান্ত, নিজেদের কর্তব্য চাপিয়ে দিতে চায়। তারা স্ত্রীকে শ্বশুর-শাশুড়ির চাকর বানিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আসলে কতখানি? স্বামী চাইলেই কি গর্ভপাত করতে স্ত্রীকে বাধ্য করতে পারেন? স্ত্রী হিজাব করতে না চাইলে স্বামীর কী করণীয় থাকতে পারে? একজন স্বামী কীভাবে কারও অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে বাবা-মা আর স্ত্রী সবার প্রতি ন্যায়পরায়ণ থাকবে?

সংসারে শান্তি বজায় রাখতে স্বামীর ভূমিকা কী হওয়া উচিত, কুরআনের আলোকে সে সম্পর্কে উস্তাদ আলোচনা করেছেন।

আবার স্ত্রীদের সম্পর্কে বলেছেন, দাম্পত্য জীবন সুখে ভরিয়ে রাখতে তাদের কী করণীয়। স্বামীর আগমনে তাকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানানোর গুরুত্ব, তার সামনে নিজের সাজসজ্জার প্রতি যত্নবান হওয়া, তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় আচরণ করা ইত্যাদি ছোটো ছোটো কাজ, যা আমরা করতে ভুলে যাই। অথচ এগুলোই হৃদয় জয় করার হাতিয়ার, সাংসারিক সুখের তুচ্ছ অথচ বিরাট বাহন।

স্বামী-স্ত্রী যখন বাবা-মা হন, তখন তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কের ব্যাপারে আরও সচেতন হতে হয়। কারণ, তাদের কথা কাটাকাটি, একে অপরের প্রতি বিরূপ আচরণ সন্তানের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। মা-পিতার কাছেই সন্তান শিখে ফেলে কীভাবে অপমান কিংবা জোর করে নিজের উদ্দেশ্য সফল করা যায়। সন্তানকে নামাজ আদায়ের শিক্ষা যেমন পরিবার দেবে, তেমনি তার নৈতিক মূল্যবোধও পরিবার থেকে পাওয়া শিক্ষার ফলেই গড়ে উঠবে।

যদিও সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশি জানি। অতীতের সমাজ আর এই সমাজ খুবই ভিন্ন। বর্তমান সমাজে লোভ-লালসা, অশ্লীলতার ছড়াছড়ি সর্বত্র। এই সমাজে বিশেষত; পশ্চিমা বিশ্বে সন্তানের ঈমান যদি মজবুত করে গড়ে তোলা না হয়, তাহলে ধর্মান্তরিত হতে দ্বিধাবোধ করবে না। আর আমরা আমাদের সন্তান পালনে ব্যর্থ হলে উত্তরাধিকার সূত্রে এই ব্যর্থতা পরবর্তী সকল প্রজন্মকে ইসলাম থেকে আরও দূরে ঠেলে দেবে। তাই সন্তান কার সাথে কথা বলছে, কার সাথে মিশছে, এগুলো জানার জন্য মা-বাবাকে সন্তানের উত্তম বন্ধু হতে হবে। তার মনের কথা জানতে হবে, তাকে বুঝতে হবে। নিজেদের ব্যস্ততার বাহানা বানিয়ে আমরা সন্তানকে দূরে ঠেলে দিই, বিভিন্ন গ্যাজেট তার হাতে ধরিয়ে দিই। শিশু বয়সে সন্তানের সাথে দূরত্ব তৈরি হয়ে গেলে পরবর্তীকালে তা কী ভয়ানক পরিণতি আনতে পারে, তার উদাহরণ সমাজে অগণিত।

সন্তানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে, নামাজ আদায়ের প্রতি মনোযোগী হতে শিশুকাল থেকেই চেষ্টা করে যেতে হবে। কিন্তু সেই চেষ্টা বকাঝকা আর মারধর করে নয়। তাদেরকে ইসলামের কাছে টানার বিভিন্ন কৌশল নিয়েই উস্তাদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আগামী প্রজন্মকে পতনের হাত থেকে রক্ষার্থে আমাদের কুরআনের কাছেই ফিরে যেতে হবে।

কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলদের সন্তান পালনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। ইবরাহিম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা যখন মানবজাতির ইমাম ঘোষণা করেছিলেন, তখন তাঁর প্রথম দুআ ছিল পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে। কারণ, যদি প্রজন্মান্তরে ইসলামের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে পারি, তবেই আমরা ইসলাম প্রচারে সফল হব, নয়তো ইমাম হিসেবে আমরা ব্যর্থ। কুরআনে উল্লেখ আছে ইয়াকুব (আ.)-এর কথা, কীভাবে তিনি শিশু ইউসুফের স্বপ্নকে উৎসাহিত করেছিলেন, তাকে আরও বড়ো হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কুরআন দেখিয়েছে, নবির সন্তানেরাও নিজেদের ভাই-বোনের প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে। নবির সন্তানেরাও পথভ্রষ্ট হতে পারে। তাই আমরাও এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি, যা হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি হিসেবে আসেনি; বরং আল্লাহ আমাদের পরীক্ষা করছেন। সন্তান লালন-পালনে আমাদের আল্লাহর দেখানো পথে চলার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর আস্থা রাখা এবং সন্তানের মঙ্গলের জন্য, তাকে সং ও ন্যায়পরায়ণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আল্লাহর কাছে সবসময় দুআ করার গুরুত্ব অপরিসীম।

নিঃসন্দেহে সন্তান লালন-পালনের গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, সেই মা-বাবা আমাদের সর্বোচ্চ সম্মানের দাবিদার। মা-বাবা আমাদের জন্য তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, অথচ আমরা তাদেরকে তাদের প্রাপ্য সময়টুকু পর্যন্ত দিই না। আমরা আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করি না। কথা বলার সময় অন্যমনস্ক থাকি, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে ছোটো করি, অসম্মান করি। তারা আমাদের প্রতি যতটা দয়াপরবশ ছিলেন, আমাদেরও তাদের প্রতি ঠিক ততটাই সহনশীল হতে হবে। কারণ, বাবা-মায়ের দুআ নিয়ে এবং তাদের সেবা করেই আমরা পৌছতে পারি আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাতে। যেখানে পুরুষ-নারী নির্বিশেষে কেউ নিরাশ হবে না, সকলের জন্যেই থাকবে তার কাক্ষিত পুরস্কার।

পারিবারিক বন্ধনগুলোর প্রতি আরও যত্নশীল হওয়া কতটা প্রয়োজনীয়, তা যদি উপলব্ধি করা যায়, তবেই এই বইয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে। নিজেদের মধ্যে অহরহ যেসব ঝগড়া-বিবাদ হয়, সেগুলো কৌশলী উপায়ে কীভাবে এড়িয়ে চলা যায়, কীভাবে আমাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা যায়, ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করা যায়, তার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে এই ‘বন্ধন’-এর গাঁথুনিতে।

বিনীত

এন. এ. কে বাংলা টিম

সূচিপত্র

বাবা ও কাকের গল্প	১৩
সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য	১৭
সবার আগে পরিবার	২৩
সন্তান প্রতিপালন	২৯
জোর করে বিয়ে	৩৪
গর্ভপাত	৩৭
বিয়ে : পছন্দ-অপছন্দ ও চাপানো	৪১
পতনপূর্ব অহংকার	৪৪
মা-বাবার সাথে	৪৯
বিধবা বিয়ে : ভুলে যাওয়া সুন্নাহ	৫৫
কীভাবে সন্তানদের নামাজের জন্য উৎসাহিত করবেন	৫৮
স্ত্রী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি	৬০
আপনার সন্তানকে সময় দিন	৬৪
পুরুষেরা জান্নাতে হ্র পাবে, নারীরা কী পাবে	৬৬
ইসলামে স্ত্রীর অধিকার	৭২
বিয়ে আর ডেটিং কি এক	৭৭
আমার স্ত্রী হিজাব করছে না, কী করব	৮২
সন্তানকে কীভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবেন	৮৪
সন্তানহীনতা কি আল্লাহর শাস্তি	৯৫
অর্ধাঙ্গিনি না কষ্টাঙ্গিনি	৯৮
ব্যর্থ প্রজন্মের লক্ষণ	১০০
সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব	১০৫
আমার সবচেয়ে প্রিয় দুআ	১১১
দেশি বিয়ে	১১৫
ইবরাহিম (আ.)-এর সন্তান ভাবনা	১১৭
উস্তাদ নোমান আলী খান-এর জীবনী	১৩১
পরিশিষ্ট : শারঈ সম্পাদকের কথা	১৩৭
পরিশিষ্ট : নোমান আলী খানের কাজসমূহ যেখানে পাবেন	১৪০
পরিশিষ্ট : বায়্যিনাহ টিভি কী	১৪১

বাবা ও কাকের গল্প

এক

আমার শিক্ষক একবার একটি গল্প বলেছিলেন।

এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে পার্কে হাঁটছিলেন। ছেলেটির বয়স ছিল দুবছর। সে গাছের ওপর একটি পাখি দেখে বলল, ‘বাবা এটা কী?’

‘এটা একটা কাক।’ বাবা উত্তর দিলো।

‘বাবা এটা কী?’ আবার প্রশ্ন।

‘কাক বাবা।’ বাবার আবার উত্তর।

‘আচ্ছা ঠিক আছে। বাবা এটা কী?’ একটু হেঁটে আবার প্রশ্ন।

‘এটাও একটা কাক।’ বাবা হেসে উত্তর করল।

‘ও কা...ক। আর ওটা?’ আবার প্রশ্ন।

‘ওটাও কাক।’ বাবার উত্তর।

এভাবে দশ মিনিট ছেলেটি বাবাকে একই প্রশ্ন করে গেল। বাবা ৩০ বার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বাড়িতে ফিরে তিনি ছোটো একটা ডায়েরিতে পুরো ঘটনাটা লিখে রাখলেন, ‘আমার ছেলে আজ পার্কে হাঁটার সময় একটি কাককে নিয়ে ৩০ বার প্রশ্ন করেছে। অসম্ভব সুন্দর এক স্মৃতি।’

ত্রিশ বছর পর...

ছেলের বয়স এখন ২ বছর না, ত্রিশ বছর। বাবা ছেলেকে ফোন করল, ‘আমি কি তোমার কাছে আসতে পারি?’

‘বাবা, এটা ঠিক দেখা করার সময় না।’ ছেলে ফোনের ওপার থেকে বলল।

‘আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। আমার মাত্র দশ থেকে পনেরো মিনিট দরকার। শুধু এইটুকু সময় হলেই চলবে। একবার এসো প্লিজ। তোমার সাথে গাড়িতে করে বের হব। তোমার সাথে কিছু ব্যাপারে কথা বলার আছে।’ বাবা বলল।

‘আহ! ঠিক আছে।’ একরাশ বিরক্ত নিয়ে ছেলে ফোন রাখল।

বাবা এসে গাড়িতে উঠে ছেলেকে নিয়ে একটি পার্কে গেলেন। ছেলে মহা বিরক্ত হয়ে বলল, ‘এসব কী বাবা? কী বলতে চান, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার কাজ আছে।’

‘আমার সাথে একটু হাঁটবে প্লিজ?’ বাবার কণ্ঠে করুণ আকুতি।

হাঁটতে হাঁটতে বাবা এক গাছের ডালে একটি কাক দেখতে পেলেন। বাবা বললেন, ‘বাবা এটা কী?’

‘বাবা তুমি কি সত্যিই জানতে চাও? এটা একটা কাক।’ ছেলে উত্তর দিলো।

‘ও! আচ্ছা। এটা কী?’ বাবা আবার প্রশ্ন করল।

ছেলে চোখমুখ কটমট করে বলল, ‘এটা কি একটা খেলা? আমার কাজ আছে। ঠিক আছে। এটা একটা কাক। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? আমি গত মাসে আপনাকে নতুন চশমা এনে দিয়েছি। আমার সাথে তবে এরকম হচ্ছে কেন? বাবা, আপনি কেন এত জটিল প্রকৃতির, তা আমি বুঝতে পারছি না? সমস্যাটা কোথায়? জাস্ট বলুন, কী চান। আমি ব্যস্ত, ঠিক আছে?’

বাবা তার ডায়েরির পাতা খুলে বললেন, ‘ঠিক এরকম একটা ঘটনা ত্রিশ বছর আগে ঘটেছিল। আমরা সেদিন এই পার্কে হাঁটছিলাম। তুমি একটি কাক দেখেছিলে। সেদিন তুমি ত্রিশ বার আমাকে এই কাক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলে এবং প্রতিবার আমি হেসে উত্তর দিয়েছিলাম। আর এখন তুমি দ্বিতীয়বারও উত্তর দিতে পারছ না!’

দুই

আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন। মা-বাবা আমাদের জন্য কী করেছেন, আর আমরা এখন তাদের জন্য কী করছি।

এমন অনেক মাতা-পিতা আছেন, যখন তাদের সন্তান হাসপাতালে ইনকিউবেটরে থাকে, তারা ছোট্ট গ্লাসের বাস্কের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা হাসপাতালে শুধু দাঁড়িয়েই থাকেন। কখনো বসেন না। ভেড়িং মেশিনের খাবার দিয়েই তাদের জীবন চলছে। আর ঠিক এই সন্তানই বড়ো হলে, ফোন করে খবর নেওয়ারও সময় হয় না। কত মা তার সন্তানকে ভূমিষ্ঠ করতে গিয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যায়। আর এখন তার ফোনের উত্তর দেওয়াও অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এখন তাঁকে কী দিচ্ছেন? সারা দিনে দুই মিনিটের মতো সময়! তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা অন্তত ভাবার বোধ তাকে দিন।

একটা সময় আপনি তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, আর এখন তিনিই আপনার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বহীন। এটা কতটা ন্যায্য বিচার? তারা মনে মনে প্রতিদিন এই যন্ত্রণা বয়ে বেড়ায়, আমি আমার সন্তানের কাছে কিছুই না। আমি তাদের কাছে কিছুই না। আমি তাদের কাছে মূল্যহীন। আমার জন্য তাদের হাতে কোনো সময় নেই।

যার কদর করি, আমরা তাকেই সময় দিই। আপনি বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সময় কাটান। নিজের মতো করে থাকেন। মা-বাবাকে সময় দেন না। এই বদ অভ্যাসটা আপনিই বাড়তে দিয়েছেন। আর সময়ের সাথে সাথে তা শুধু আরও খারাপ হয়েছে।

আমাদের পিতা-মাতা অনেক অনেক বেশি আবেগ প্রবণ। তারা অনেক কিছুই চেপে রাখেন। নিজে মা-বাবা না হলে এটা বুঝতে পারবেন না। আপনার বয়স ষাট হলেও আপনি তাদের কাছে শিশু। তারা এখনও মনে করতে পারে, আপনার ময়লা ন্যাপি পরিষ্কার করার কথা। আপনাকে দুধ খাওয়ানোর কথা, কীভাবে ঢেকুর তুলেছেন, পেছনের সিটে বসানোর পর কীভাবে আপনাকে পরিষ্কার করেছে, খাইয়েছে, আরও কত কী। আপনার কিছুই মনে নেই। তাদের আছে। আমার সন্তানও এটি মনে রাখবে না।

গাড়িতে চলতে চলতে বাচ্চারা বলে উঠবে, আবু আবু টয়লেটে যাব, টয়লেটে যাব। বলতে বলতেই হয়তো... এই বাচ্চাই একদিন যখন গ্রাজুয়েশন করে বিয়েটা করবে, তখন আর এটা মনে রাখবে না। কিন্তু আমি কখনো ভুলে যাব না। আমি ভুলব না, তাকে কীভাবে বাথরুমে নিয়েছি, তাকে পরিষ্কার করেছি, জামা পরিয়েছি।

সে বলেছিল আব্বা, এই স্পাইডারম্যান পোশাকটি পরিয়ে দিন। আমার সন্তান এর কিছুই মনে রাখবে না। আমি রাখব। আমি মনে রাখব। এই একই শিশু যখন পিতাকে একদিন বলে, ‘বাবা আমি ঠিক তোমাকে বুঝি না, আমার হাতে একদম সময় নেই’। এটা আসলেই তাকে দুঃখ দেয়। ঠিক এ আচরণটাই আমি-আপনি আমাদের মাতা-পিতার সাথে করি। তারা ছিল আমাদের লাইফ সাপোর্ট। আমাদের জন্য তারা তাদের জীবন দিয়েছেন, তাদের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের ছুটি এবং বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। আপনি জানেন সেটা? আমি এটা এখন জানি। তখন আমি তা জানতাম না। আপনি আসার আগ পর্যন্ত তাদের জীবনের এক ধরনের পরিকল্পনা ছিল। আর আপনি আসার পর আপনিই হয়েছেন তাদের পরিকল্পনা। আপনিই তাদের সবকিছু। এখন একটা কিছু আপনার মনমতো না হলেই আপনি রেগে যান। আপনি কিছুই শুনতে চান না। তাদের সাথে চিৎকার করে কথা বলেন।

তারা আপনার জন্য কী করেছে আর আপনি তাদেরকে কী ফিরিয়ে দিচ্ছেন! এটা খুবই অন্যায়। খুবই অসমীচীন। ‘আমার বাবা এত বিরক্তিকর, আমার মা এই, তারা সব সময় রাগী, তারা কখনো সুখী নয়, তারা এই, তারা সেই...’

কিন্তু আপনি কী? আপনার অবস্থা কী? আমি আপনাদেরকে বলছি। আমি সবসময় এটা বলার সুযোগ পাই না। যদি আপনি আপনার মা-বাবার দুআ না পান, আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না। আমি আবারও বলছি, আপনার জীবনের কোনো কিছুই ভালো হবে না।

সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

‘তাঁর নিদর্শনাবলির মাঝে আরেকটি হলো : তোমাদের জন্য স্ত্রীদের তোমাদের থেকেই সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের মাঝে তোমরা শান্তি খুঁজে পাও। এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মাঝে তৈরি করেছেন সম্প্রীতি ও দয়া। চিন্তাশীল লোকদের জন্য অবশ্যই এর মাঝে নিদর্শন আছে।’ সূরা আর-রুম : ২১

কুরআনের সবগুলো আয়াতই সুন্দর। তবে এটা যেন এক কাঠি বেশিই সুন্দর। বিবাহিতরা এই আয়াতের প্রয়োগ খুব বেশি করে খুঁজে পাবেন।

আল্লাহ তায়ালা বললেন, তিনি আপনাদের মধ্যে অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ‘মাওয়াদা’ তথা প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং ‘ওয়া রাহমা’ তথা দয়া-মায়া দান করেছেন। কারণ, বিয়ের প্রথম দিকে ভালোবাসা প্রগাঢ় থাকে। আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে মুগ্ধ থাকেন। তখন আপনি অন্য কিছুর কথা আর চিন্তা করতে পারেন না। আপনার বন্ধুরা যখন আপনাকে কল দেয়, তারা সরাসরি ভয়েস মেইল-এ যায়। আপনি সদ্য বিবাহিত। ছ মাস ধরে আপনাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

বিয়ের বয়স যত বাড়ে, আপনাদের বিবাহিত জীবন তখন কীসে চাঙা রাখে? এটা কি আগের মতো থাকে? না; বরং তখন অন্যান্য দায়িত্ব নিতে হয়, বাচ্চা হয়। কাজের ব্যস্ততার কারণে সম্পর্ক আর মধুর থাকে না। তাহলে কীভাবে আপনার দাম্পত্য জীবন বজায় রাখবেন? দুজনের প্রতি দুজনার অনুগ্রহ থাকতে হবে। একে অপরকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।

একবার উমর (রা.)-এর কাছে এক লোক এলো। সে বলল, ‘আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই।’

তিনি বললেন, ‘তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাও কেন?’

কারণ, ‘তাকে আর আকর্ষিত মনে হয় না, তাই আমি আর তাকে ভালোবাসি না।’ উমর (রা.) বললেন, ‘সৌজন্যতার কী অবস্থা তোমার? স্ত্রীর প্রতি উদারতার কী হলো? সে কি তোমার সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করছে না? সে কি তোমার দেখভাল করছে না?’

কোনো কিছু দেখাশোনার বেলায় আমরা পুরুষরা খুবই কঠিন প্রাণী। আমাদের স্ত্রীরা সবসময়ই আমাদের দেখাশোনা করে। যদিও তারা মাঝে মাঝে কিছু কথা শোনায়, কিন্তু দিন শেষে তারাও আমাদের দেখাশোনা করে। ঠিক তাই স্ত্রীদের যখন আমাদের কাছে আর খুব ভালো না লাগে, তখন আমরা এটা বলতে পারি না যে, সে তো আর আগের মতো নেই।

আগে যখন আমি আমার দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতাম না এবং প্রচুর টিভি দেখতাম, তাই টিভির মেয়েদের মতো কিছু আশা করছিলাম। যদি এমনটা হয়ে থাকে তবে এটা কোনোভাবেই সুস্থ আচরণ হতে পারে না। যদি বিশ্বাসীরা তাদের দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে, কুকর্মে প্ররোচনা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে যথাসাধ্য সদ্যবহার করে, তাহলে তারা সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আর তারা বাইরের কোনো প্ররোচনায় লিপ্ত হবে না।

সাথে সাথে বোনদেরকেও এটা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা পুরুষ এবং নারীদেরকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষদের বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে নারী। তারা ধনী হতে পারে, গরিব হতে পারে, স্বাস্থ্যবান হতে পারে, হতে পারে হাড়িসার, মোটা অথবা লম্বা, যেকোনো সংস্কৃতি বা ভাষাভাষী হোক না কেন, সবার ভেতরে একই ধরনের দুর্বলতা কাজ করে।

আর তা হলো নারীদের প্রতি দুর্বলতা। আল্লাহ তায়ালা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষদের এই দুর্বলতার ব্যাপারে নারীদেরকে অন্যমনস্ক করেছেন। তারা বুঝতে পারে না, এটা কত নিকৃষ্ট। কাজেই যখন মহিলারা দৃষ্টি নত রাখার আয়াতটি পড়ে, তখন তারা অনায়াসেই বলে, ‘ও এটা আমি সহজেই করতে পারব’। আর তারা বুঝতে পারে না, পুরুষরা কেন সহজে তাদের দৃষ্টি নত রাখতে পারে না! তারা বলে, ‘আমি বুঝি না! তোমারও চোখ আছে, আমারও আছে, তাদেরও রেটিনা আছে, কাজেই সমস্যাটা কোথায়?’ তারা ঠিক ধরতে পারে না।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা আমাদের ভেতরে যে আকুল আকাঙ্ক্ষার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এক নম্বর আকাঙ্ক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা হলো, ‘মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী।’ সূরা আলে-ইমরান : ১৪

প্রবৃত্তির মধ্যে এটা প্রথম। পুরুষদের জন্য অলংকৃত করা হয়েছে নারীদের কামনাকে। নারীদের ব্যাপারে নবিজি ﷺ এক নম্বর ফিতনা হিসেবে তাঁর উম্মতদের ব্যাপারে ভয় করেছেন। কারণ, এটি একটি জটিল সমস্যা। স্ত্রীরা এটি বুঝলে স্বামীদেরকে নিন্দা করার বদলে তারা গ্রহণ করে নেবে যে, এভাবেই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বামীদেরকে ‘লাইনে’ রাখতে স্ত্রী চমৎকার ভূমিকা পালন করতে পারেন। তারা বকুনি না দিয়ে বাইরে স্বামীদের কুকর্মে প্ররোচনা দমন করতে পারেন। স্বামী অফিসে যায় অথবা ট্রেনে যায়। ওসব জায়গায় কিছু মেয়ে থাকে যাদের জামাকাপড় অপ্রীতিকর। এরা এভাবেই নিজেদের সম্মানিত মনে করে। তারা তাদের বুদ্ধিবৃত্তির জন্যে সম্মানিত হন না,

তাদের মতামতের জন্য সম্মানিত হন না। তারা মনে করেন, যদি পুরুষরা আমাদের শরীর বেশি দেখে, তাহলে আমরা বেশি সম্মানিত হব! তাই তারা অশ্লীল জামা-কাপড় পরে ফ্যাশন করে। যখন কোনো পুরুষ তাদের দেখে, তারা এক ধরনের আত্মমর্যাদা অনুভব করে যে, আমার মূল্য অনেক। মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এটা ভয়ংকর ও দুঃখজনক।

যখন আপনি অফিসে যান, আপনার সেক্রেটারি আপনার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়। আপনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন আছেন আপনি? দিনটি কেমন কাটছে? দুপুরে লাঞ্চ কী খাচ্ছেন? অথবা আপনি কি রোজা? ও, খুব ভালো।

তারা আপনার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়। ঠিক বিজ্ঞাপনের নারীদের মতো। কাজ শেষে আপনি বাড়ি যান। দরজা খুলেই স্ত্রী জেরা শুরু করে!

‘কোথায় ছিলে?’

‘বাস দেরি করেছে!’

‘প্রতিদিনই কি বাস দেরি করে? ও বুঝতে পেরেছি!’

এভাবে প্রতিদিনই এরকম দ্রুতি চলতে থাকে। প্রথম দিন এটা ঠিক আছে, দ্বিতীয় দিনও ঠিক আছে কিন্তু এরকম দশ বছর, বারো বছর চলতে থাকলে কী হবে?

মুখে হয়তো বলছে না, কিন্তু স্ত্রীর ওপর স্বামীর বিরক্তিভাব চলে আসে। তার ভেতরে খিটখিটে ভাব তৈরি হতে থাকে। ইসলাম এ ব্যাপারে সহজ সমাধান দিয়েছে। যখন স্বামী ঘরে ঢুকে, তখন যেন স্ত্রী তার দিকে তাকিয়ে হাসি দেয়। এটা অনেক বিশাল কিছু। অবহেলা করার ব্যাপার না।

স্বামী ঘরে ঢুকল, কিন্তু স্ত্রী তার প্রতি কোনো খেয়ালই করল না! স্বামীর জন্য এ যেন ছুরিকাঘাতের মতো। স্বামী খুবই বিস্ময়গ্রস্ত হয়, সে হয়তো মুখে কিছুই বলে না। কিন্তু এটা সত্যি সত্যিই স্বামীদের অনেক কষ্ট দেয়। সম্পর্কের ক্ষতি করে। অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়ে আসে। তারা বিপর্যস্ত হয়ে রাতের খাবার খেতে বসে বলে, ঠিকমতো লবণ হয়নি। কী যেন ঠিকমতো হয়নি! সন্তানদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত রাগ দেখাচ্ছে। তারা হতাশ।

কিন্তু একই পরিস্থিতিতে যদি স্ত্রী দরজা খুলে তার স্বামীকে শুধু একটু হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়, শুধু একটু হাসি, এটা দামি কিছু না! তাতে কী হবে? বাকি রাত খুব সুন্দরভাবে পার হবে। স্বামী খুব ফুরফুরে মেজাজে থাকবে। সুন্দরভাবে স্ত্রীর সাথে কথা বলবে। সে এটা বলবে না, ‘আমি এখন কথা বলতে পারব না! আমার মাথা ধরেছে!’ সে কি এটা বলবে? কোথা থেকে এই ভালো কিছু শুরু হয়? শুধু স্ত্রীর ছোট্ট একটা কাজ, একটু হাসি। এগুলো সহজ সমাধান, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর সমাধান।

যদি আপনি এই সমাধানগুলোর প্রতি যত্নবান না হন, এক সময় ক্ষোভ জমা হতে হতে আপনি ওই অবস্থায় চলে যান, যখন স্বামী আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়েও দেখে না। তাকে শুধুই বিরক্তিকর মনে হয়। সে শুধুই এরকম, ওরকম। কাজেই দুজনকেই বুঝতে হবে যে, তাদেরকে একে অপরের প্রতি যত্নবান হতে হবে। অপরজনের কাছ থেকে শুধু আশা করে যাবেন না। তাদের জন্যও আপনি কিছু করুন, যত্নবান হোন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অনুভব করি না যে, মুসলিম পরিবারগুলো যথেষ্ট পরিণত। সাধারণত, তারা ইসলামিক বাণীগুলোকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। স্বামী হয়তো বলে, ‘তুমি জানো, যারা রাতের বেলা স্বামীর চাহিদার প্রতি লক্ষ্য করে না, মহানবি ﷺ ওই স্ত্রীদের সম্পর্কে কী বলেছেন? তিনি বলেছেন, ... তোমার নিজের প্রতি লজ্জা হওয়া উচিত।’ আপনি কি মনে করেন, সে এখন সত্যিই আপনার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখবে? এটা কোনো প্রতিযোগিতা নয়! স্বামী হয়তো বলে, তোমার সাহাবিদের মতো হওয়া উচিত। তখন স্ত্রীও বলবে, তুমি নিজেও তো সাহাবি নও! এরকম পরিস্থিতি হতে পারে! তাই আপনি যদি এটি নিয়ে প্রতিযোগিতা তৈরি করেন, আপনি নারীদের কখনো হারাতে পারবেন না। আপনার মা, বোন, স্ত্রী কাউকেই যুক্তিতর্কে হারাতে পারবেন না। কারণ, তারা এমন কিছু আপনার সামনে নিয়ে আসবে যা আপনি চিন্তাই করতে পারেন না! আল্লাহ তাদের মধ্যে এটি দিয়েছেন। তাদের কথা বলার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক কথা, যুক্তিতে কার্যকর বক্তব্য। কাজেই আপনাকে এসব পরিচালনা করতে শিখতে হবে।

স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্কের জন্য আরেকটি উপদেশ হচ্ছে, যুক্তিপ্রদর্শন। পুরুষরা মনে করে, সবকিছুই যুক্তিপ্রদর্শন এবং যৌক্তিক প্রমাণের মাধ্যমে সমাধান করা যায়। ঠিক? তারা ভুলে যান যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদেরকে সহজ সাদা-সিধে ফ্যাশনে তৈরি করেননি। নারীরা জটিল সৃষ্টি। যখন আপনি বিয়ে করেন, আপনি হয়তো কোনো একদিন দেখবেন আপনার স্ত্রী কাঁদছে। আপনি তাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে বলবে, ‘আমি জানি না। আমি তোমার সাথে পরে এটি নিয়ে কথা বলব’। মাঝে মাঝে তারা আসলেই কিছু জানে না। আর যদি তারা সেটা জানেও, তাহলে আপনার জন্যে সেটা বোঝা অত্যন্ত জটিল হবে। তাই তারা বলে, ‘তুমি বুঝবে না’! ঠিক বলেছি কি?

আপনি তাদেরকে যুক্তি দেখাবেন, তাদেরকে কারণ দেখাবেন যে, যে কাজের জন্য তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে, সে কাজটি কেন করেছেন। তারা বলবে— ‘ঠিক আছে! তাহলে তুমি আমার চেয়ে বেশি বোঝো। পরেরবার আমি তোমার সাথে তর্ক করব না। কারণ, তুমি খুবই যুক্তিবাদী, ঠিক?’ তাদের অনুভূতিতে আঘাত পাবে। যুক্তিতর্কে কে হারল? আপনি হেরেছেন। কেননা, আপনি তাদেরকে কারণ দেখিয়েছেন। আপনার স্ত্রী, আপনার মায়ের কাছে কোনো বিষয় তুলে ধরার সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, আমাদের মহানবি ﷺ-এর সুন্নাহ। এক. অনুগ্রহ। দুই. নীরবতা।

একজন বিশ্বাসী ভালো স্ত্রীর জন্যে নীরবতা অসম্ভব কার্যকর! যদি স্বামী নীরব থাকে, সে জিজ্ঞেস করবে, কী ব্যাপার আমি কি কিছু করেছি? আর যদি স্বামী কিছু বলে, তাহলে আপনার চেয়ে আপনার স্ত্রী অনেক ভালো বলতে পারেন। সে আরও ভালো ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আসবে, যেটা আপনি হয়তো কল্পনাও করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, আপনি যদি নীরব থাকেন, আর যদি এক আউন্স পরিমাণ ভালো কিছু তার মধ্যে থেকে থাকে, সে আপনার কাছে আসবে। বলবে, যদিও আমি মনে করি এটা আমার দোষ না, তারপরেও বলছি এটা আমার দোষ। আমি দুঃখিত।

কিন্তু স্বামীকে এই নীরব থাকার কৌশল শিখতে হবে। দ্রুতপূর্ণ নীরবতা নয়, যেটা আপনার স্ত্রীকে দূরে ঠেলে দেয়। শুধু একটু বেশি দুঃখভারাক্রান্ত নিষ্পাপ চাহনি, এখানে-সেখানে। এভাবে দেখুন আপনার মায়ের সাথে কাজ হচ্ছে কি না। তারপর ইনশাআল্লাহ আপনার স্ত্রীর সাথেও কাজ করবে।

রাসূল ﷺ উনার স্ত্রীদের সাথে চিৎকার চেষ্টামেচি করতে পারতেন। তিনি কঠোর কথা বলতে পারতেন। কিন্তু তিনি বলেননি। কারণ, এই সম্পর্কগুলো এত নাজুক যে, শয়তান এই সম্পর্কগুলো নষ্ট করে দেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যখনই শয়তান এই সম্পর্কগুলো ভেঙে দিতে সমর্থ হয়, তখনই মুসলিম সমাজে অধঃপতন শুরু হয়। পুরুষরা আর তাদের দৃষ্টি নত রাখে না। একের পর এক অন্যান্য খারাপ জিনিস হতে থাকে। স্ক্যান্ডাল বিস্তার করতে থাকে। খারাপ দাম্পত্য জীবন থেকে এগুলো এভাবেই বিস্তার লাভ করে। মুসলিম সমাজে যত বড়ো বড়ো দুঃখজনক ঘটনা ঘটে, যেগুলো নিয়ে মানুষ কথা বলতে চায় না। কারণ, সেগুলো শুনতে ন্যাকারজনক। এগুলো কোথা থেকে শুরু হয়? সেগুলো স্বামী-স্ত্রীর খেয়াল রাখে না, আর স্ত্রী স্বামীর খেয়াল রাখে না, এখান থেকেই শুরু হয়।

তাই একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের হৃদয় এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করতে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ স্বামী, শ্রেষ্ঠ স্ত্রী বানিয়ে দিন।

সবার আগে পরিবার

নবিজি ﷺ-কে সূরা আশ শুআরার শেষে বলা হয়েছিল—

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

‘(ও মুহাম্মদ ﷺ) আপনার সবচেয়ে কাছের পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করে দিন। এবং মুমিনদের মধ্য হতে যারা আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি সদয় হোন।’ সূরা শুআরা : ২১৫

মহানবি ﷺ-এর পরিবারের জন্যে অনেক উদ্বেগ এবং অগ্রাধিকার ছিল। আর তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করতেন, যাতে করে তারা ইসলামের বার্তা ঠিকমতো পান। এখন পরিবারে ইসলামের বার্তা পৌছানোর কথা বলার আগে, আমাদেরকে পরিবারের সদস্যদের সাথে সুসম্পর্কের কথা বলতে হবে। অনেক সময় আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগের অবস্থা খুবই খারাপ থাকে। আমরা ভালো শ্রোতা নই। তাদের অবস্থান থেকে তাদের কথা বোঝার মতো সংবেদনশীলতা আমাদের থাকে না। এটা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে, পিতা-মাতা সন্তানের মধ্যে, সন্তানদের মধ্যেও হতে পারে। অনেক সময় আমরা একে অপরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি। কারণ, আমরা একটি পরিবার। আমাদের যেভাবেই হোক এটা করতে হয়। কারণ, আমরা একে অপরকে ভালোভাবে চিনি। এত ভালোভাবে চিনি যে, আমরা অনেক সময় একে অপরকে পীড়াদায়ক কথা বলে থাকি এবং আস্তে আস্তে এটাই নিয়ম হয়ে যায়।

তাই যখন কেউ পীড়াদায়ক কথা বলে, তখন আমরাও এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে একই রকম অথবা এর চেয়েও বেশি জঘন্য কথা বলে থাকি। সময়ের সাথে সাথে পরিবারের মানুষদের মধ্যে, এগুলো খুবই কুৎসিত সম্পর্ক তৈরি করে। এমনটা হতে পারে ভাই-বোনদের মাঝে পিতা-মাতা-সন্তানের মাঝে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। তাই মাঝে মাঝে আমাদের পুনরায় পর্যালোচনা ও চিন্তা করতে হবে যে, আমাদের জীবনে সবচেয়ে অগ্রাধিকার কোনো জিনিসটির এবং আপনি কেমন মানুষ সেটা নির্ভর করবে, আপনার সাথে আপনার পরিবারের সম্পর্ক কেমন। আপনার কাছের মানুষগুলোর সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, তার ওপর নির্ভর করবে। আপনি জানেন, আপনার এবং আমার সাথে আমাদের নিয়োগকর্তার, বন্ধু ও সমাজের মানুষদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা পেশাগত কারণে এবং সামাজিক কারণে মানুষদের চিনি। কিন্তু তারা আমাদের সম্পর্কে খুব কমই জানেন। তারাই আমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন, যাদের সাথে আমরা সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করি। তারা আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। আর তারা হচ্ছে আমাদের ‘পরিবার’।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কুৎসিত দিক। এটা আমাদের সবচেয়ে হীনমন্যতা, সবচেয়ে অসংবেদনশীল, সবচেয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ এবং সবচেয়ে নিচু দিক। আর তাই যদি এক পা পিছিয়ে যান এবং নিজেকে প্রশ্ন করেন, আমি কী হয়েছি, আমি কেমন ধরনের মানুষ, যে কারণে আমার মায়ের সাথে আমার সুসম্পর্ক নেই! আমার বাবার সাথে আমি স্বাভাবিক কথোপকথন চালাতে পারি না! আমি আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলি না। আর যদিও বলি, শুধু জিজ্ঞেস করি, চাবি কোথায়, মোবাইলটা কোথায়, ওই চিঠিটা কোথায় পাঠিয়েছ, ঠিক এমন ধরনের ভাসাভাসা কথোপকথন। আর যখন সে কথা বলে, আপনি হয়তো তার কথাই শুনেন না! আপনি শুধু বলেন, ‘ও, হ্যাঁ, অবশ্যই, আচ্ছা, এসব কথা। যেন অবজ্ঞা করছেন! আর এটা সে জানে। যখন সে সবসময় তার বন্ধুদের সাথে কথা বলে, তখন আপনি আশ্চর্য হন। বলেন, সে আপনার সাথে কখনো কথাই বলে না! এরপর আপনি যখন কথা বলেন, তখন হয়তো সে এর কোনো উত্তর দেয় না। কারণ, সে জানে, আপনি তার কথা শুনছেন না এবং বুঝতেও চেষ্টা করছেন না। আর এটা আস্তে আস্তে দুপক্ষ থেকেই শুরু হয়। স্বামী স্ত্রীর সাথে, স্ত্রী স্বামীর সাথে এরকম করে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, দুজনের মধ্যে কোনো একজনকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। খুব ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে যে, আমরা দুজনেই কেমন যেন হয়ে গেছি!

আর এইটা শুধু অধার্মিক লোকদের ক্ষেত্রেই হচ্ছে না, সবার ক্ষেত্রেই হচ্ছে। যখন পরিবারের মাঝে এসব সম্পর্ক বিরাজ করে তখন, আমাদের কাছে ধর্ম কোনো ব্যাপারই না। এটা শুধুই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা বিশেষ করে পুরুষরা, আমি পুরুষদের সম্পর্কে একটু বলি! আমরা প্রকৃতিগতভাবেই আবেগগুলোকে অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করি। আমাদের পরিবারের মহিলাদের মতো, আমরা প্রকৃতিগতভাবেই সংবেদনশীল নই। আমরা (পুরুষরা) মনে করি, আমরা যা করি তা বাসায় কোনো আবেগপূর্ণ প্রভাব ফেলবে না। আপনি বাসায় যান আর ইউটিউব দেখা শুরু করেন। খবর দেখা শুরু করেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকেন অথবা বন্ধু বা অন্য কারও সাথে ফোনে কথা বলেন। আপনি এর মধ্যে কোনো ভুলই খুঁজে পান না! আপনার পরিবার মনে করছে, আপনি তাদের অবজ্ঞা করছেন। আপনি তাদের প্রতি যত্নবান হচ্ছেন না! আপনি শুধু আপনার কাজই করে যাচ্ছেন। আপনি তাদের কোনো সময়ই দেন না! নিজেকে পরিবর্তন করতে হলে, অবশ্যই অন্যের দিকটা ভাবতে হবে। আপনার স্ত্রীর দিক, ছেলেমেয়ের দিক এবং মাতা-পিতার দিকটা ভাবতে হবে। আপনাকে তাদের অবস্থান থেকে সবকিছু দেখার চেষ্টা করতে হবে, যা প্রকৃতিগতভাবে আসে না এবং যা আমাদের জন্য সহজ নয়। আর তারপর আপনার পরিবারের কাছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে এই বলে যে, ‘আমি কিছু একটা ভুল করেছি।’ আমি জানি, আপনি তাদের হাজারটা ভুলের কথা বলতে পারেন। কিন্তু এটি আপনাকেই শুরু করতে হবে কারণ, আপনি বাড়ির কর্তা। আর এই কাজটি অনেক কঠিন। যখন আপনি এসব জিনিস সামনে নিয়ে আসবেন আর বলবেন, ‘দেখ! আমি জানি, আমি তোমাদের এড়িয়ে চলেছি। অবজ্ঞা করেছি। আর এটা করা আমার একদমই উচিত হয়নি। আমি একজন ভালো শ্রোতা হওয়ার চেষ্টা করব।’

এর ফলে আপনি অনেক সমাদরপূর্ণ কথা এবং উত্তর পাবেন। কারণ, তারা কখনোই আশা করেনি তাদেরকে আপনি এসব কথা বলবেন। আর তারা বলবে, ‘যাক শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেছ তাহলে! তোমার কোনো ধারণাই নেই তুমি কত খারাপ।’

যখন আপনি এরকম আত্মরক্ষামূলক হবেন, প্রথম যে জিনিসটা ঘটে, আপনি প্রকৃতিগতভাবেই আত্মরক্ষামূলক হয়ে যাবেন। আর এটাই সে সময়, যে সময় আপনি আত্মরক্ষামূলক হওয়ার জন্যে অনুমোদিত নন। আর এটাই আপনি সব সময় করে আসছেন। আত্মরক্ষামূলক হবেন না। শুধু সমস্যাটা ধরুন এবং তা সমাধান করুন। আপনি চেষ্টা করবেন, তর্ক করা বা জেতা আপনার কাজ নয়।

দিন শেষে উপরের দিকে থাকা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ হচ্ছে একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা। আপনার স্ত্রীর সাথে একটি ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তোলা। পিতা-মাতার সাথে একটা সত্যিকারের অর্থবহ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ছেলেমেয়ের সাথে একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এটাই প্রথম কাজ। মাঝে মাঝে আপনি জানেন, আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ, যারা ধার্মিকভাবে মনোভাব পরিবর্তনের কারণে বা যারা অন্য ধরনের মানুষ ছিল এবং পরে ধার্মিক হয়েছে। কিন্তু তাদের পরিবার ওইরকম ধার্মিক নয় বলে, তারা তাদের সাথে পীড়াদায়ক কথোপকথন করেছে। তাদের গলার ওপর জোরপূর্বক ইসলাম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মহানবি ﷺ তাঁর পরিবারকে ইসলামে আনতে পেরেছিলেন। কারণ, তাঁকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই হুকুম করেছিলেন। তা ছাড়াও সম্ভব হয়েছিল কেননা, তিনি তাঁর পরিবারের কাছে সর্বোত্তম ছিলেন। তাঁর সাথে পরিবারের সেই সম্পর্ক ছিল, যাতে তিনি তাঁদের গড়তে পারেন এবং সাবধান করতে পারেন। যদি আপনার সাথে পরিবারের এরকম সম্পর্ক না থাকে, যদি পরিবারের সাথে আপনার সুস্থ সম্পর্ক না থাকে তাহলে আপনি যা বলবেন সেটি হতে পারে ইসলামের কোনো বার্তা; তাঁর কোনো ওজনই থাকবে না। আপনি যাই বলবেন, অন্যান্য জিনিসের মতো ইসলামের বার্তাকেও তারা অবহেলা করবে। তাই খুব ভালোভাবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, এসব লেকচার, কথা যা কিছু আপনি শুনছেন, উপদেশ নিচ্ছেন, এগুলো কীভাবে আমাকে মানুষ হিসেবে পরিবর্তন করেছে। সেইসাথে আপনাকে পরিবর্তনের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, কীভাবে আপনি আপনার কাছের সম্পর্কগুলো পরিবর্তন করছেন। আপনি আপনার কাছের মানুষগুলোর প্রতি কতটা সংবেদনশীল। কারণ, আপনি মানুষ হিসেবে কেমন, দিন শেষে এটিই হচ্ছে বেশ ভালো একটি প্রতিফলন এবং খুব ভালো একটি চিহ্ন, আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন! আপনি জানেন, ক্যামেরার সামনে অচেনা লোকদের সাথে কথা বলা সহজ। এটি সহজ কাজ। কঠিন কাজ হচ্ছে, ক্যামেরা বন্ধ থাকলে মানুষের সাথে ভালোভাবে কথা বলা। আপনার ওপর, যখন আপনার আশেপাশের মানুষদের কিছু আশা থাকে, আর তাদের প্রতি আপনারও কিছু আশা থাকে তখন আপনাকে তাদের সাথে খুব কাছ থেকে ও ঘনিষ্ঠভাবে লেনদেন করতে হয়।

তাই আমি দুআ করছি, যাতে আমরা আমাদের কাছের মানুষগুলোর সাথে পারস্পরিক উন্মুক্ত এবং সম্মান নিয়ে কথা বলে, পারস্পরিক সহনীয় ও একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলে, একে অপরের প্রশংসা করে এবং সুস্থ, স্বাভাবিক ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি।

আমি এই আলোচনায় ওই প্রশংসা করার কথা বলছি না। আমি শুধু বলছি, সুস্থ কথোপকথনের অংশ হচ্ছে, অন্যের কথা ভুল হলে অভিযোগ না করা যা তাঁর অনুভূতিতে আঘাত হানে। অন্যেরা যা ভালো কিছু করেছে তা তুলে ধরা, কেউ একজন সঠিক কিছু করেছে তাঁর প্রশংসা করা। আপনি আসলেই তাঁর কাজটা উপভোগ করেছেন। পছন্দ করেছেন অথবা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছেন। এসব জিনিসের প্রশংসা করলে আপনার পরিবারের নিয়ম ভঙ্গ হবে না। আপনার অনুভূতি কেমন হচ্ছে এটা কেউ জানছে না। তারা জানছে না আপনার অনুভূতি, তাদের অনুভূতি কেমন হচ্ছে এটাও আপনি জানছেন না! আমাদেরকেই কথা বলতে হবে। আমাদের এই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারার মতো মানুষ হতে হবে। পরিশেষে আমি আপনাদেরকে বলি, আমাদের মধ্যে অনেকেই এশিয়ান, আরব, আফ্রিকান পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এসেছি। যেখানে পরিবার কাঠামোর কিছু আনুষ্ঠানিকতা থাকে। তাই উন্মুক্তভাবে এবং আবেগীয় দিক থেকে নিজেদের প্রকাশ করা খুব কঠিন। কারণ, আমাদের মাঝে এই ধরনের কিছু আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বিরাজ করে। এসব সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাকে এই প্রাচীর অতিক্রম করতে হবে। সীমা অতিক্রম করতে হবে। আপনাকে উন্মুক্তভাবে যোগাযোগ করতে হবে এবং সম্মানের সাথে সর্বোপরি খোলামেলাভাবে কথোপকথন করতে হবে। কখনোই বা কোনোভাবেই মনে করবেন না যে, অন্যের অনুভূতি কেমন হচ্ছে আপনি তা জানেন! তাদেরকে তাদের মনের আবেগ প্রকাশ করতে দিন। ইনশাআল্লাহ; আমরা সবাই এই ধরনের পরিবেশ তৈরি করতে পারব, যাতে আমাদের বাড়িতে সবাই আরামদায়কভাবে কথা বলতে পারে।

আমি ইয়াকুব (আ.)-এর কথা মনে করিয়ে দিতে চাই, কীভাবে তিনি ইউসুফ (আ.)-কে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে সহজ করে দিয়েছেন, যাতে তিনি তাঁকে তাঁর স্বপ্নের কথাও বলতে পারে। কোন বাচ্চাটি চিন্তা করবে যে, আমার স্বপ্নের কথা আমার বাবাকে বলব। খেলার মাঠে কিছু একটা হয়েছে, যেটা আমি আমার বাবাকে বলব! আসলে আমি আমার বাবাকে বলব না, প্রথমে আমি আমার মাকে বলব। তিনি কী মহৎ বাবা!

তিনি তাঁর বাচ্চাকে অনুভূতি প্রকাশের জন্যে এতই সহজ করে দিয়েছেন যে, ছেলেটা একটা অপছন্দের স্বপ্ন দেখেছে এবং সে সেই স্বপ্নের কথাও তাঁর বাবাকে বলছে। আর তাঁর বাবা ছেলেকে বলছে, ‘আহ! তুমি কাল রাতে খারাপ খাবার খেয়েছ। এটা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ো না।’ বাবা তাঁর ছেলেকে আশ্বস্ত করল।

অথবা সে ভালো কোনো মন্তব্য করল যে, এটা অবিশ্বাস্য! তোমার সামনে অনেক সুন্দর একটি ভবিষ্যৎ আছে। একটি স্বপ্ন দেখার পর আপনি কেন আপনার বাচ্চাকে বলবেন, তোমার সামনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, আল্লাহ যেন তোমাকে সাহায্য করেন। কারণ, একজন সংবেদনশীল বাবা হিসেবে তিনি জানেন, একটা বাচ্চার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, নিশ্চিত হওয়া। তিনি তাঁর ছেলেকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এটি বর্ণনা করেছেন, যাতে আমরা জানতে পারি। আমাদের সংবেদনশীল পরিবারের সদস্য হওয়া উচিত, সংবেদনশীল নেতা হওয়া উচিত। আমাদের ভালো শ্রোতা হওয়া উচিত। সংবেদনশীল মানেই একজন ভালো শ্রোতা। আমাদেরকে ভালো শ্রোতা হতে হবে এবং আমরা যে শুনছি তার চিহ্ন হিসেবে উত্তর দিতে হবে। সবশেষে তিনি তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন, তাঁর ভাইদেরকে স্বপ্নের কথা না বলতে। তুমি এটা নিজের কাছেই রাখো। সুবহানাল্লাহ! এটা সত্যিই অনেক সুন্দর। তাই আমাদেরকে এমন মানুষ হওয়া উচিত যাতে, আল্লাহ তায়ালা নবি-রাসূলদের চরিত্র দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে আমাদেরকে রহমত দেন। নবিজি ﷺ বলেছেন—

‘তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তাঁর পরিবারের কাছে সর্বোত্তম এবং তোমাদের মধ্যে আমিই আমার নিজ পরিবারের জন্যে সর্বোত্তম।’ সুনানে তিরমিজি : ৩৮৯৫

তাই আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন, যাতে আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনে মহানবি ﷺ-এর অনুকরণ করতে পারি।



কী আমাদের পরিচয়?

আমরা কারও সন্তান, কারও জীবনসঙ্গী, আবার কেউ আমাদেরই সন্তান। পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে এই বন্ধনগুলোই আমাদের নানান পরিচয়ে পরিচিত করে। প্রতিটি পরিচয়ই আমাদের কোনো না কোনো বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই বন্ধনগুলোই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের পরিচয়। এই বন্ধনগুলোই আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে সংজ্ঞায়িত করে। জীবনভর এসব বন্ধন নিয়েই তো আসলে এই আমরা।

জীবনের রঙে রঙিন, পার্থিব অথচ অপার্থ্বেয়, একই সাথে অপার্থিব কিন্তু মায়াবি- এই অদ্ভুত বন্ধনগুলোর নিবিড় খুঁটিনাটি নিয়ে উস্তাদ নোমান আলী খান-এর মূল্যবান কথামালা কালির অঙ্করে জায়গা পেয়েছে 'বন্ধন' বইটিতে।

নিজেদের আপন সম্পর্কের মিষ্টতা-তিক্ততার ভাষাগুলোই জড়ো হয়ে বইয়ের পাতায় শব্দ হয়ে ফুটেছে 'বন্ধন' নামে।



গার্ডিয়ান

পাবলিকেশনস

www.guardianpubs.com

